দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 APR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দারিদ্র্য এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর পর তিন মাস চলে গেছে। এখন এ ব্যাপারে হিসেব-নিকেশ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে যে চিত্রটি ফুটে উঠছে তাতে আশার আলো দেখা যায় না।

এ বছর ৬৪টি জেলার প্রতিটি সদর উপজেলা এই কর্মসূচীর আওতায় এসেছে। সরকারী হিসেবে বগুড়া সদর উপজেলায় ৬ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২১,৫২৪। তার মধ্যে মাত্র ৯ হাজারের মত শিক্ষার্থী এ পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় এসেছে। শিক্ষাবর্ষের শেষেরদিকে এদের ক'জনকে স্কুলে পাওয়া যাবে তা এখনও আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার তথ্যগুলো একই ধরনের। ৬ বছরের শিশুদের সংখ্যা ১৫ হাজার। সাড়ে ৭ হাজার শিক্ষার্থী স্কুলে আসছে, যদিও ভর্তি হয়েছিল অনেক বেশি।

দেশের অন্যান্য সদর উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের চিত্র ভিন্নতর হওয়ার কথা নয়। আনুপাতিক হারের খানিকটা এদিক-ওদিক হতে পারে মাত্র।

যাদের স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হয়নি, তাদের অভিভাবকরা এতই দরিদ্র যে সন্তান-সন্ততিসহ তারা নাঙ্গাভুখা থাকে। স্কুলে যাওয়ার মত অবস্থা এদের নেই। দরিদ্র শিশুদের অনেকে স্কুল শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার বা স্থানীয় মাতাব্বরের চাপে পড়ে স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়েছিল; কিন্তু দারিদ্র্য তাদের স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছোটখাট কাজ করে তারা পরিবারের অন্নসংস্থানে সহায়তা করছে। স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করলে তাদের হয়ত অভুক্ত থাকতেহবে।

উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষিতের হার না বাড়িয়ে দারিদ্র্য-মোচন সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন-সংকট আরেকবার প্রমাণ করছে যে, দারিদ্র্যবিমোচনের সফল কর্মসূচী ছাড়া শিক্ষিতের হার বাড়ানো খুবই কঠিন কাজ।

আগামী বছরগুলোতে পর্যায়ক্রমে আরো উপজেলা এই কর্মসূচীর আওতায় আসবে। এ বছরের সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ। গত তিন মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে কিছু নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে হবে।

যে সকল উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সেসব উপজেলায় দারিদ্র্যবিমোচন এবং মানবোন্নয়ন কর্মসূচী আরো জোরদার করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এনজিও এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সাহায্য-সহায়তার জন্য ঐসব পরিবারকে বেছে নেয়া উচিত যাদের ছেলেমেয়েরা এ বছর স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী এককভাবে শিক্ষিতের হার বাড়াতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই কর্মসূচীকে সফল করতে হলে, এর সঙ্গে দারিদ্র্যমোচন ও মানবোন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করতে হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।